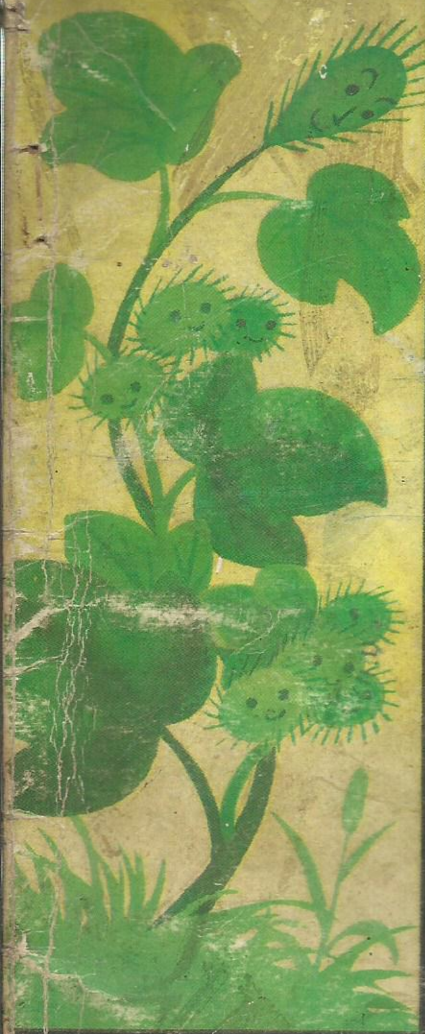
ভ্রমণকারী বীজ

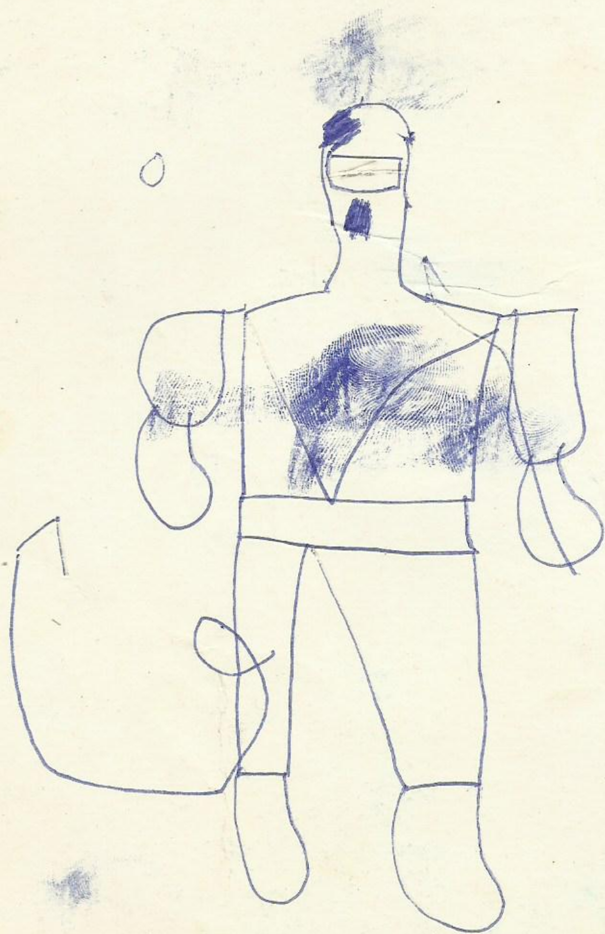






শিশু জ্ঞান-বিজ্ঞান কথা





শিশু জ্ঞান-বিজ্ঞান কথা

ভ্রমণকারী বীজ

রচনা: লিন স্যুংইং

অংকন: চিয়াং য়িমিং



ডলফিন প্রকাশন, পেইচিং

প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯

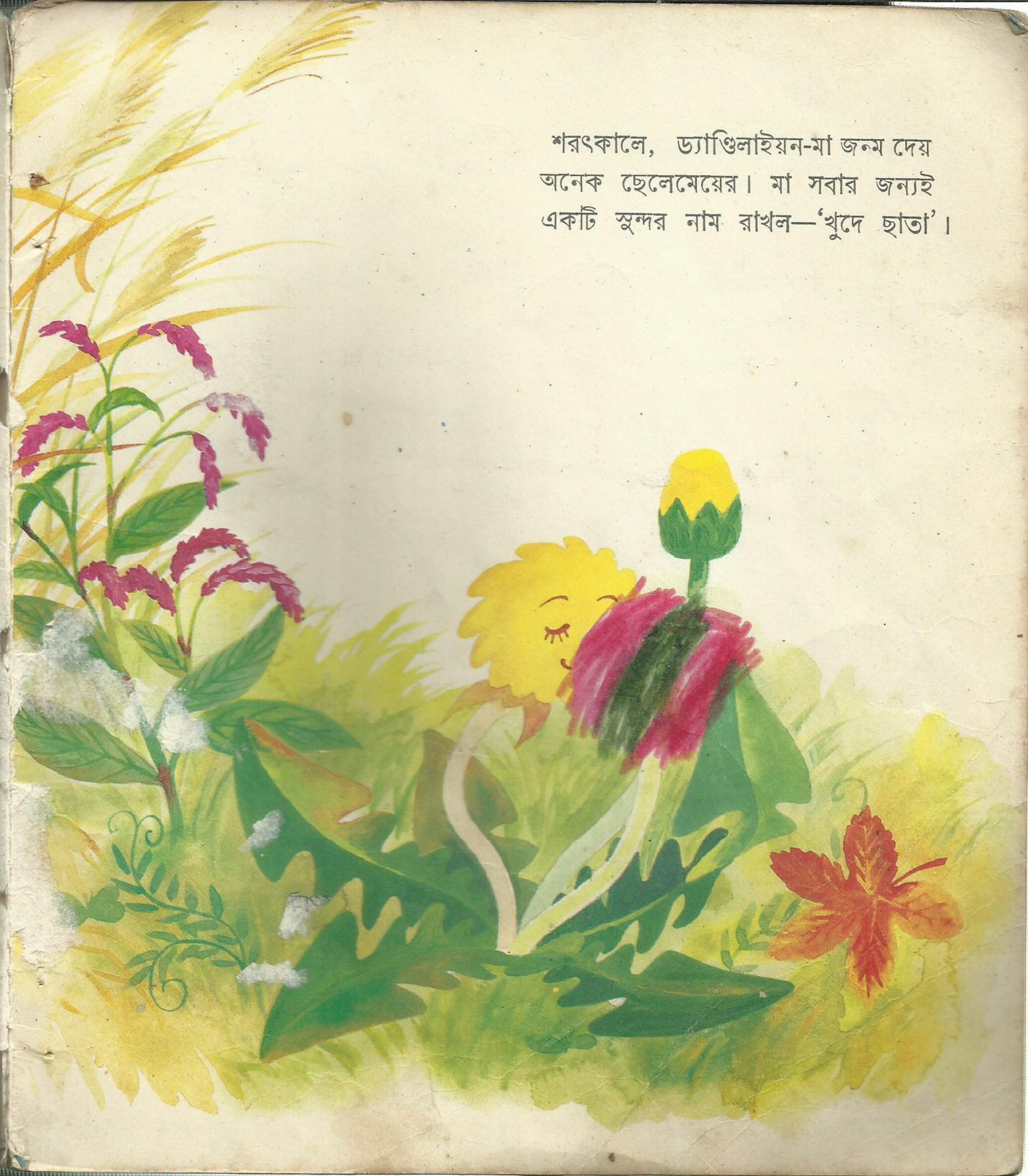
অনুবাদ : লিউ আইহাও

ISBN 7—80051—322—x

প্রকাশনা : ডলফিন প্রকাশন
২৪, পাইওয়ানচুয়াং, পেইচিং, চীন

পরিবেশনা : চীন আন্তর্জাতিক পুস্তক বাণিজ্য কর্পোরেশন
(কুওচি শুতিয়েন), পোস্ট বক্স ৩৯৯, পেইচিং, চীন

গণ প্রজাতন্ত্রী চীনে মুদ্রিত



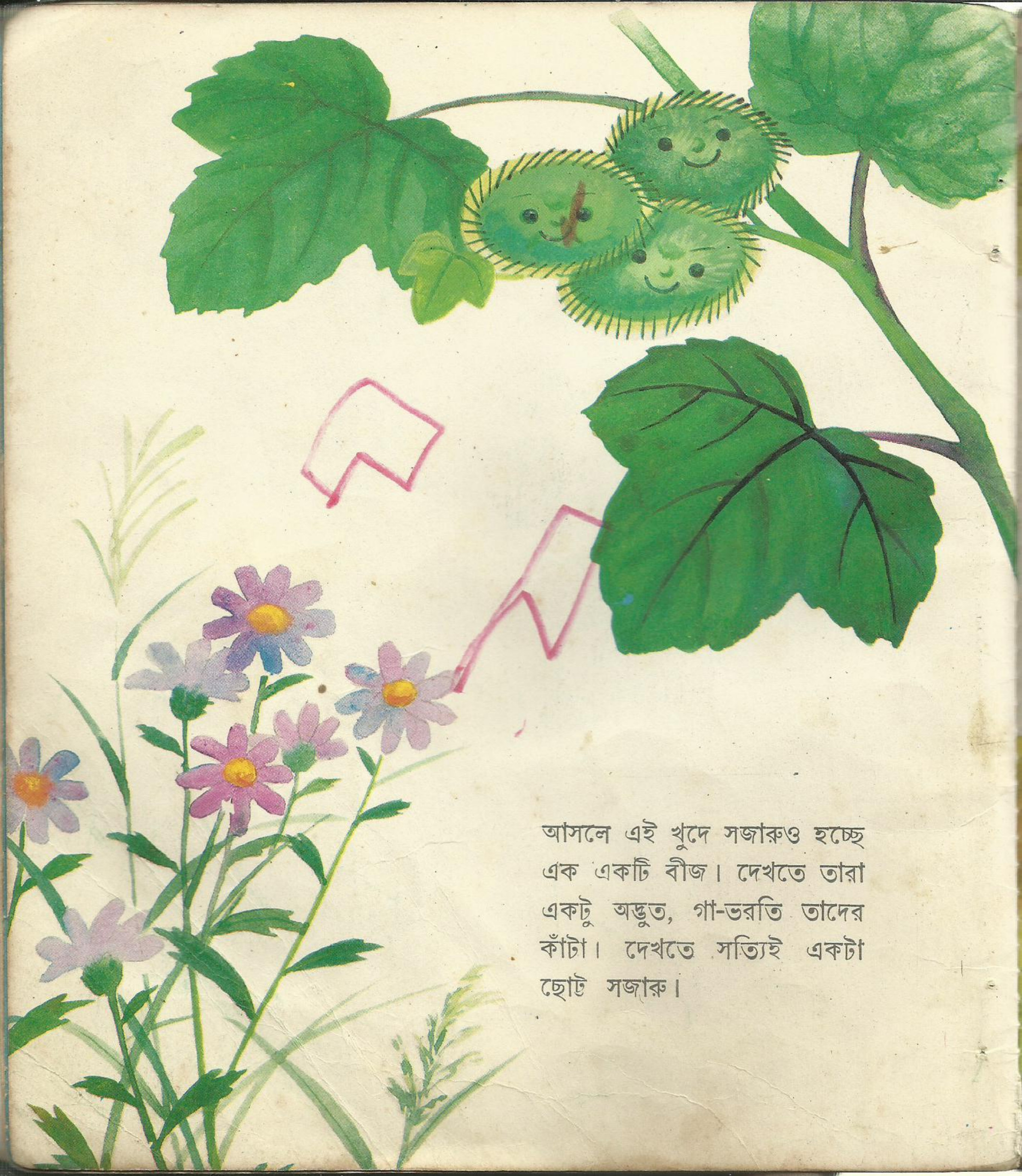
শরৎকালে, ড্যাণ্ডিলাইয়ন-মা জন্ম দেয় অনেক ছেলেমেয়ের। মা সবার জন্যই একটি সুন্দর নাম রাখল—'খুদে ছাতা'।



আসলে এই খুদে ছাতাগুলো কিন্তু এক একটি ছোট্ট বীজ। এদের মাথায় থাকে অনেক সাদা সাদা চুল। বাতাসের ছোঁয়া পেলেই তারা ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায়। দেখলে মনে হয় যেন অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট ছাতা হাওয়ায় ভাসছে।

ড্যাণ্ডিলাইয়ন-মায়ের কাছেই থাকে কাঁটাবীজের মা। সেও নিজের ছেলেমেয়েদের একটি সুন্দর নাম রেখেছে—‘খুদে সজারু’।





আসলে এই খুদে সজারুও হচ্ছে এক একটি বীজ। দেখতে তারা একটু অদ্ভুত, গা-ভরতি তাদের কাঁটা। দেখতে সত্যিই একটা ছোট্ট সজারু।

ড্যাণ্ডিলাইয়ন-মা তার বাচ্চাদের অন্য মাঠে গিয়ে থাকতে বলল। খুদে ছাতারা গরবের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে খুদে সজারুদেরকে বলল, ''আমরা এখন অন্য জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি। তোমরাও কেন উড়ে যাচ্ছো না?''







খুদে সজারু মুখ খুলতে যাবে এমন সময় বাতাস-দাদু ফুরফুর করে উড়ে এসেই খুদে ছাতাদের সাথে নিয়ে চলে গেল।



খুদে ছাতারা বাতাসের সঙ্গে উড়ে চলেছে তো চলেছেই। হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল, একটা পাইনগাছের বীজ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে।





খুদে ছাতাদেরকে দেখতে পেয়ে পাইনগাছের বীজ বলল, ‘‘একটা কাঠবেড়ালী এসে আমাকে তার গর্তের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল, সে সাবধান না হওয়ায় আমি তার হাত থেকে ফসকে এখানে পড়ে গিয়েছিলাম।’’ খুদে ছাতারা অবাক হয়ে বলল, ‘‘তাই নাকি! তুমি এভাবেই ঘুরে বেড়াও!’’



সেখান থেকে বিদায় নিয়ে খুদে ছাতারা আবার উড়ে চলল। হঠাৎ পটাপট করে কিছু ফাটার আওয়াজ তাদের কানে এলো। কী ব্যাপার? তারা এগিয়ে গিয়ে দেখল সোয়াবীন-শুঁটি শুকিয়ে গিয়ে চচ্চড় করছে। সোয়াবীনেরা মায়ের শুকনো খোসা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে।

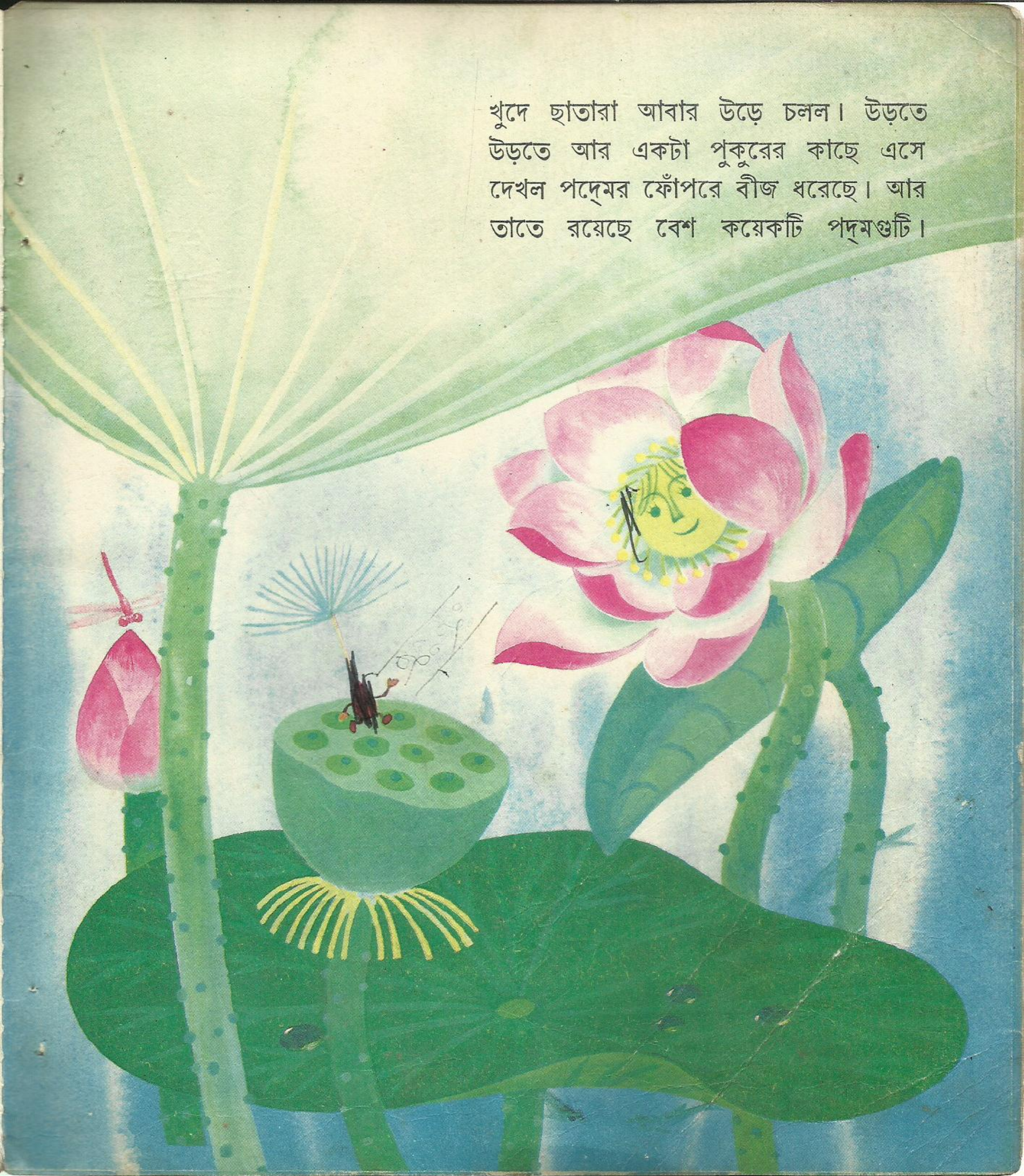




সোয়াবীনেরা শুকনো খোসা থেকে দুদ্দাড় করে লাফিয়ে পড়েই গড়াতে গড়াতে দূরের একটা পুকুরের ধারে গিয়ে আটকা পড়ে গেল আর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। পরে সেখানে তাদের চারা গজিয়ে উঠল।





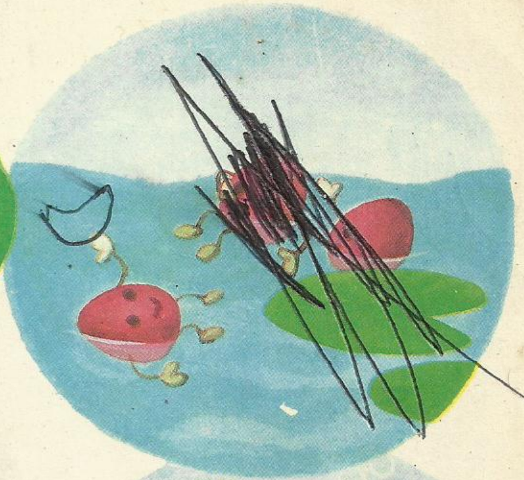


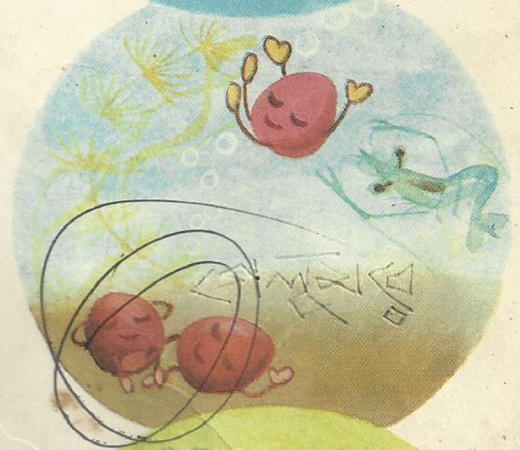
খুদে ছাতারা আবার উড়ে চলল। উড়তে উড়তে আর একটা পুকুরের কাছে এসে দেখল পদ্মের ফোঁপরে বীজ ধরেছে। আর তাতে রয়েছে বেশ কয়েকটি পদ্মগুটি।



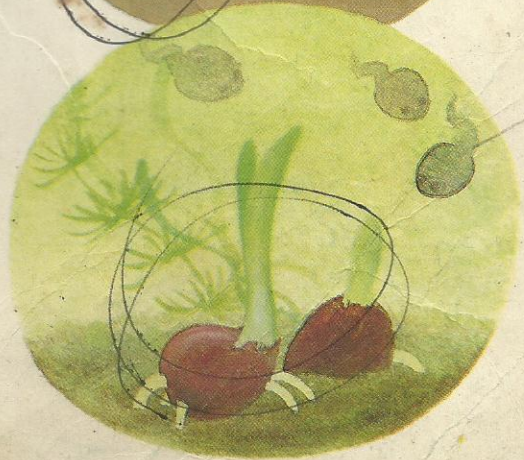
পদ্মডাঁটা তার ভার সইতে পারল না। পটাশ করে পদ্মডাঁটাটা ভেঙ্গে গেল আর ঝুপ করে পদ্মের ফোঁপর জলের তলায় গিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে ফোঁপরটা পচে গেল আর তার ভেতর থেকে পদ্মগুটি বেরিয়ে এসে জলের স্রোতের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে গেল।

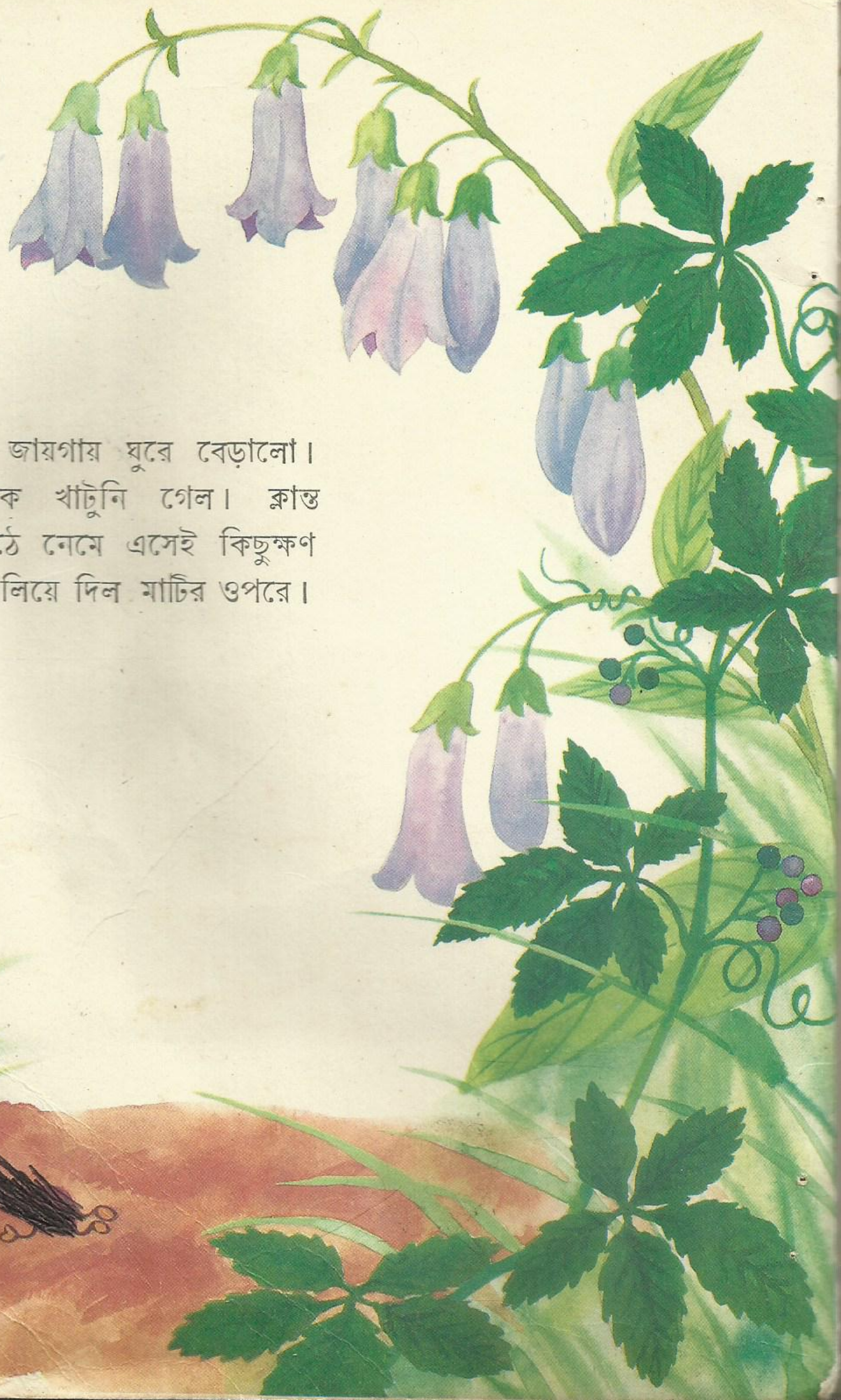






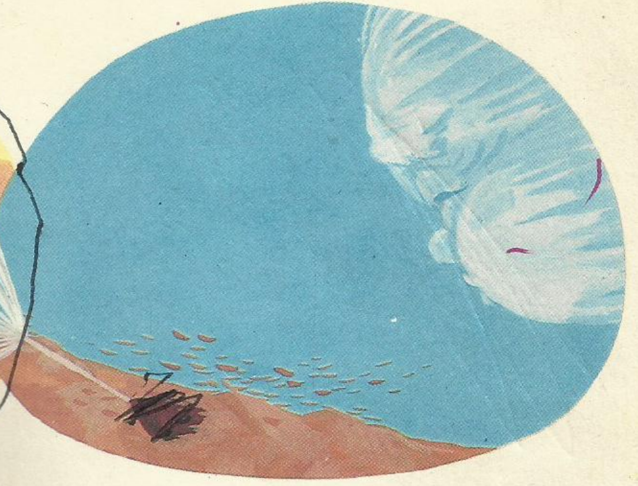
‘পদ্মফুল-মা’ খুদে ছাতাদের বুঝিয়ে বলল, “পদ্মগুটি ভাসতে ভাসতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে জলের তলায় নরম কাদার মধ্যে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। পরের বছর বসন্ত এলে ওই গুটি থেকে কচি অংকুর বেরিয়ে আসবে।” খুদে ছাতারা মনে মনে ভাবল, “পদ্মফুল মায়ের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়!”





খুদে ছাতারা অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালো। পথে তাদের অনেক খাটুনি গেল। ক্লান্ত হয়ে তারা একটা মাঠে নেমে এসেই কিছুক্ষণ জিরোবার জন্য গা এলিয়ে দিল মাটির ওপরে।







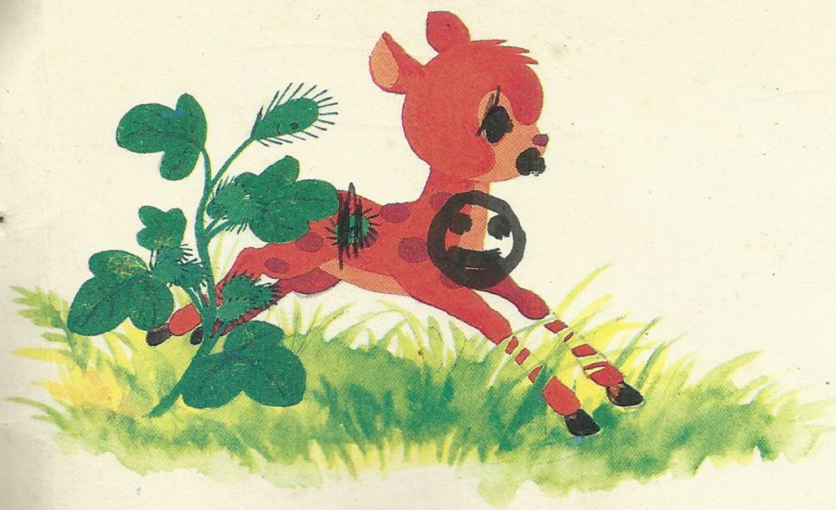
বাতাস-দাদু এসে আস্তে আস্তে নরম মাটি দিয়ে তাদের গা ঢেকে দিয়ে গেল। রোদ এসে তাদের গা গরম করল, বৃষ্টি এসে তাদের নাইয়ে দিল। কিছুদিন পর খুদে ছাতাদের ঘুম ভাঙ্গল। মাটির নিচে থেকে তারা তাদের ছোট্ট মাথা বার করে উঁকি মারল, কাঁটাভর্তি পাতাও তাদের গায়ে গজিয়ে উঠল। আহা! তারা এক একটি ড্যাণ্ডিলাইয়নের রূপ নিল।



ছোট্ট ড্যাণ্ডিলাইয়ন চোখ মেলে তাকাল। আরে! তাদের পাশেই রয়েছে একটি ছোট্ট কাঁটাবীজের গাছ, করাতের মতো তাদের পাতা, দেখতে খুবই সুন্দর! ছোট্ট ড্যাণ্ডিলাইয়ন জিজ্ঞাসা করল, ‘‘আরে ছোট্ট কাঁটাবীজ, তুমি কি করে এখানে এসে পড়লে?’’



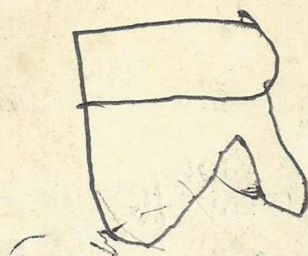


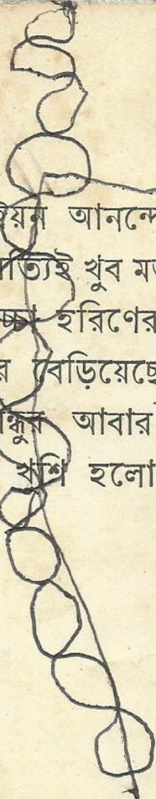


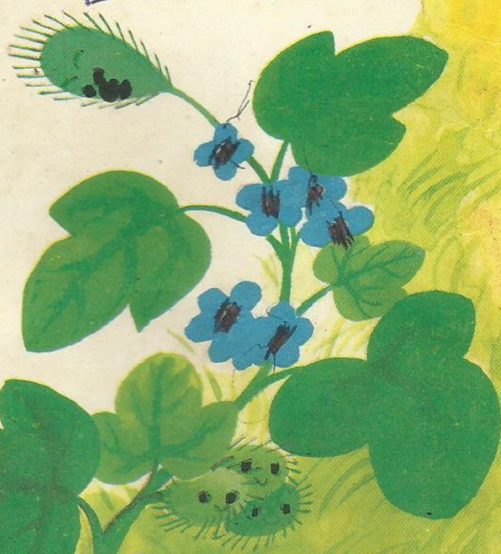
একটি কাঁটাবীজ মুচকি হেসে বলল, "তুমি আমাকে একা ফেলে গেলে আমি কি যে করবো ভেবে ছটফট করছিলাম। ঠিক এমন সময়ে একটা হরিণের বাচ্চা দৌড়ে এলো। আমি তার গায়ে চিপকে বসলাম। এইভাবে আমি ওই হরিণের সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরলাম। কে জানত, এখানে আসতেই তার গা চুলকে উঠবে। সে একটা গাছে গা ঘষতেই তার গা থেকে ঝরে পড়ে গেলাম আমি . . ."



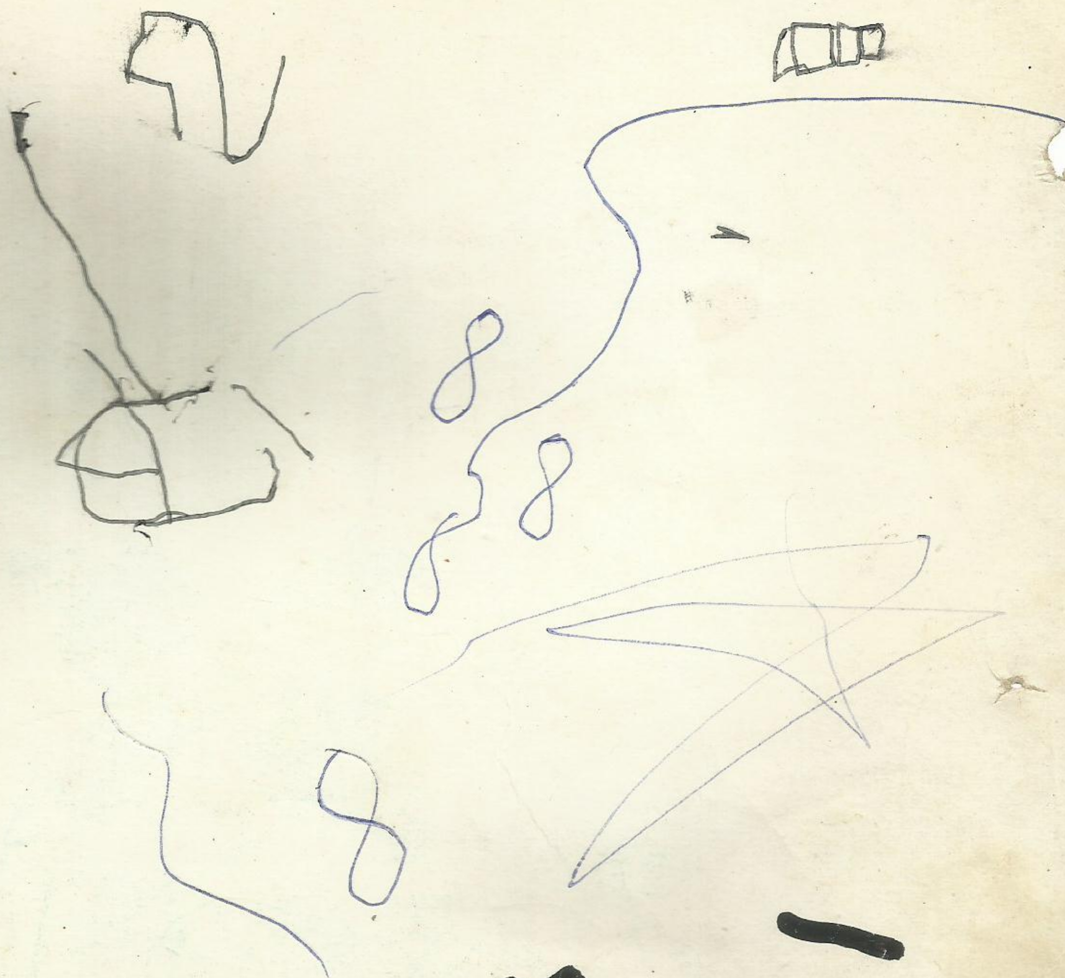
ছোট্ট ড্যাণ্ডিলাইয়ন আনন্দে হাহা করে হেসে বলল, "সত্যিই খুব মজার ব্যাপার! তাহলে তুমি বাচ্চা হরিণের পিঠে চড়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছো, তাই নয় কি!" দুজন বন্ধুর আবার দেখা হলো বলে তারা খুব খুশি হলো।



















科学童话
种子旅行家
林颂英文
姜一鸣画
*
海豚出版社出版
（中国北京百万庄路24号）
外文印刷厂印刷
中国国际图书贸易总公司
（中国国际书店）发行
北京399信箱
1989年（20开）第一版
（孟）
ISBN 7-80051-32[illegible]-X/J·[illegible]
00220
88-Pc-398P